E . Learning
Moule -8
Name : Subhash Chandra Mondal.
Designation : Asst. Professor.(Dept. of History)

বিষয় : ভারতে মুসলিম রাজনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

ভারতে মুসলিম রাজনীতি :

ভূমিকা :

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় মুসলিমদের ওপর রুষ্ট হলেও পরবর্তীকালে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ক্রমে ব্রিটিশ সরকার 'বিভাজন ও শাসন' (Divide and Rule) নীতির মাধ্যমে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

(১) মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা :

লর্ড কার্জনের প্ররোচনায় ও ঢাকার নবাব সালিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লিগ। মুসলিম লিগের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় মসুলমিদের রাজনৈতিক অধিকার লাভ ও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা। ইংরেজরা মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার মাধ্যমে কংগ্রেসের প্রভাব কমাতে চেয়েছিল।

(২) লখনউ চুক্তি :

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলিমদের জন্য আইনসভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। এদিকে মুসলিম লিগের নেতৃত্বের পরিবর্তনে লিগের সাম্প্রদায়িক মনোভাব অনেক কমে যায়। মহম্মদ আলি জিন্না কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে প্রয়াসী হন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে লখনউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এভাবে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়।

(৩) নেহরু রিপোর্ট :

এরপরে খিলাফৎ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে উভয় সম্প্রদায় একত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আনেদালনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের প্রসারের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে জিন্না তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি নিয়ে কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে আপোসের মাধ্যমে জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেন। এরপর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সর্বদলীয় সম্মেলনে নেহরু রিপোর্টের উপর আলোচনায় জিন্না কিছু সংশোধনী আনলে হিন্দু মহাসভার এম. আর জয়করের আপত্তিতে তা খারিজ হলে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোসের চেষ্টা ত্যাগ করে আগা খান পরিচালিত প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেন। চৌধুরী খালিকুজ্জামানের মতে, 'সেই দিনই দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।'

(৪) চৌদ্দদফা দাবি :

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনে জিন্না প্রস্তাবিত কয়েকটি দাবি যেমন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু করা, সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়। এই বছরেই ২৮ শে মার্চ তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য চৌদ্দদফা দাবি উত্থাপন করেন। এই দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

(ক) ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু করতে হবে,
(খ) প্রদেশগুলিতে একই ধরনের স্বায়ত্তশাসন চালু করতে হবে,
(গ) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিমদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করতে হবে,
(ঘ) প্রতিটি আইনসভায় মুসলিম সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব রাখতে হবে,
(ঙ) সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা,
(চ) মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নয়ন করা ইত্যাদি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, জিন্নার এই চৌদ্দদফা দাবি ঘোষিত হওয়ার পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক সংকট আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(৫) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি :

প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁর কুখ্যাত 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতি অনুযায়ী আইনসভায় মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচনের আধিকার দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এভাবে ব্রিটিশ সরকার বিভেদ নীতির চূড়ান্ত প্রয়োগ করে।

(৬) মুক্তি দিবস :

১৯৩৫ ক্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃতি পায়। এই আইন অনুসারে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে মুসলিম লিগ শোছনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। এরপর জিন্না লিগকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করেন। ফলে ক্রমে লিগের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশরা পুনরায় বিভেদ নীতির মাধ্যমে কংগ্রেসের দাবি উপেক্ষা করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভাগুলি একে একে পদত্যাগ করে। এই ঘটনায় আনন্দিত জিন্না ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে ডিসেম্বর দিনটিকে মুক্তি দিবস বা নিষ্কৃত দিবসরূপে পালনের আহ্বান জানান।

পাকিস্তান প্রস্তাব :

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মার্চ লাহোরে মুসলিম লিগের বাৎসরিক অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এটি লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবে বলা হয় ভারতের উত্তরপশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন অঞ্চলগুলি যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলিকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন করতে হবে। এই অঞ্চলগুলি পররাষ্ট্র, যোগাযোগ, শুল্ক প্রভৃতি বিষয়ে সকল ক্ষমতার অধিকারী হবে। এই প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহৃত না হলেও এটি পরবর্তীতে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত হয়। ড.অমলেশ ত্রিপাঠির মতে, লাহোর প্রস্তাবে যেমন পাকিস্তান শব্দটি নেই তেমনি দেশভাগের কথাও নেই।

উপসংহার :

পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হলেও জিন্না কিন্তু সে সময় ব্যাপক কোনো আন্দোলনের পরিকল্পনা করেননি। তিনি এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দর কষাকষি করতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই পন্থা ফলপ্রসূ না হওয়ায় তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা করেন।